০৬-০৬-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এই ধরায় এসেছেন তোমাদের বাচ্চাদের সেবা করার নিমিত্তে , তোমরাও বাবার মতো হয়ে এই দুনিয়ার সকলের সেবা করো । "

প্রশ্ন :- ব্রহ্মাবাবার কোন্ বিষয়ের উপর নিজের মনে সর্বক্ষণ বিচার চলতে থাকতো , যা দেখে শিববাবা বলতেন , অপেক্ষা করো এবং দেখতে থাকো , কোনো চিন্তা কোরো না ।

উত্তর :- বাবার মনে এই বিচার চলতো যে বর্তমান সময় এখন খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছে , বাচ্চাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করার জন্য বাবার কাছে আসতেই হবে , এতো বাচ্চারা এখানে এসে কোথায় থাকবে । কতো নতুন বাড়ি তৈরী করতে হবে । শিববাবা বলছেন , অপেক্ষা করো আর দেখতে থাকো । আগের কল্পেও যেভাবে এসে বাচ্চারা একসঙ্গে ছিলো , এবারও ঠিক তেমনি থাকবে । তুমি চিন্তা কোরো না , তুমি নিজের এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনায় মগ্ন থাকো আর "মনমানাভব "অর্থাত্ বাবার স্মরণে থাকো । তোমাকে কর্মাতীত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে ।

গীত :- "তুমহে পাকে হামলে সারা জাহা পা লিয়া"..... তোমায় পেয়ে আমি নিখিল বিশ্ব পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । বাবাও বলেন বাচ্চারা , ওম্ শান্তি । আর কি বলবেন । বাবা বাচ্চাদের বলেন বাচ্চারা , ওম্ শান্তি , "তত ত্বম্ ", তুমিও আমারই মতন অর্থাত্ আমরা একই গুণের অধিকারী । হে বাচ্চারা , তোমরাও আমারই মতো শান্তস্বরূপ । তোমরাও হলে মাস্টার পতিত পাবন । এমন আর কেউই তোমাদের বলেন না । এই কথা দুনিয়ায় প্রচলিত যে যেমন বাবা তেমনই তার বাচ্চা । তোমরা বাচ্চারাও এখন তাই জানো , যেমন আমাদের বাবা , ঠিক তেমনই তাঁর মতো গুণসম্পন্ন আমরা বাচ্চারা । বাবা বলেন যে আমি হলাম জ্ঞানের সাগর । তোমরা বাচ্চারাও বুঝবে যে তোমরা হলে মাস্টার জ্ঞান সাগর অর্থাত্ নদীর মতো । সাগরের তো অনেক সন্তান সন্ততি থাকে । বড় বড় নদী থাকে , বড় বড় পুকুর বা সরোবরও থাকে । ওইগুলো হলো জড় বস্তু আর তোমরা হলে চৈতন্ন আত্মা । সাগর বাবার থেকেই তোমরা এসেছো । অনেক বাচ্চারা আবার এই কথা ঠিকমতো বুঝতে পারে না কারণ তারা ঠিকমতো এই ঈশ্বরীয় পড়া করে না । বাবা একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন , চিনি কিসের থেকে তৈরী হয় ? গুড়ই বা কিসের থেকে তৈরী হয় ? তখন কেউ কেউ বলেছিল , লাল আখ থেকে গুড় আর সাদা আখ থেকে চিনি তৈরী হয় । তো এই কথা কাজে লেগে গেছে । এখন তোমাদের আমি কতো বড় কথা বুঝিয়ে বলছি । সাগরের জল থেকে কোনো নদীর জল তৈরী হতে পারে । মানুষ তো অনেক বেড়ে গেছে , তাই জলেরও অনেক প্রয়োজন । তাই কতো খালবিলও তৈরী করা হয় । সুতরাং তোমাদের বাচ্চাদের উঠতে বসতে , চলতে ফিরতে এই কথাই স্মরণে রাখতে হবে যে , তোমরা এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর দ্বায়িত্ব নিয়েছো । গানের মাধ্যমেও তোমরা বাবাকে বলো , বাবা আমরা তোমার থেকে এই বিশ্বের বাদশাহীর বর্ষা গ্রহণ করছি । এই সম্পত্তি আমাদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না । 21 জন্মের জন্য আমাদের এই রাজত্ব বজায় থাকবে । বেহদের বাবা এসে আমাদের এই বেহদের রাজ্য ভাগ্য দিয়ে থাকেন । তিনিই আমাদের এই রাজত্ব চালাবার অধিকারী বানান । আবার তিনিই আমাদের পবিত্র বানান । আমরা তো তাঁকেই ডাকি যে , হে পতিতপাবন এসো । কৃষ্ণকে কিন্তু কেউ এইকথা বলে না । নিরাকার ভগবান শিববাবাকেই সবাই

ডাকে । যখন পতিত পাবন বলে সবাই বাবাকে ডাকে তখন বুদ্ধি কিন্তু কৃষ্ণকে স্মরণ করে না , নিরাকার পরমাত্মা শিববাবাকেই স্মরণ করতে থাকে । বাবা এসে তোমাদের প্রত্যেকটি কথা বুঝিয়ে বলেন । এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সামনেই বসে আছো । এটা কিন্তু কোনো সাধু সন্তর প্রতিষ্ঠান নয় । তোমরা সকলেই জানো যে নিরাকার শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের এই শিক্ষা দেন । পরমপিতা পরমাত্মা , ব্রহ্মার শরীরকে আশ্রয় করে এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন এই ধরনের গায়নও প্রচলিত আছে । নতুন স্থাপনার পরেই বিনাশের কার্য শুরু হয় । এর থেকে এই কথাই সিদ্ধ হয় যে বাবা এই পুরোনো দুনিয়াতে এসেই স্থাপনার কার্য সম্পাদন করেন । ব্রহ্মার দ্বারা বাবা স্থাপনার কার্য করেন আর শঙ্করের দ্বারা অনেক ধর্মের বিনাশ করান । সত্যযুগে একই ধর্ম ছিলো কিন্তু এখন তো ধর্ম অনেক ভাগে বিভক্ত । এক ধর্মের দেবী দেবতাদের চিহ্ন চক্র হিসাবে দেখানো হয় । এই লক্ষ্মী নারায়ণকে বিশ্বের মালিক বলা হয় । যিনি স্বর্গের মালিক তিনিই তো এই বিশ্বের মালিক হবেন , কারণ স্বর্গ তো এই পৃথিবীতেই । এই কথা এখন তোমরা বাচ্চারা বুদ্ধিতে ধারণ করতে পেরেছো । বাবা বলেন যে বাচ্চারা , " মনমানাভব "। অর্থাত্ মন আমাতে লাগাও । প্রতি মুহূর্তে বাবা বাচ্চাদের এই সাবধানী দেন । বাচ্চারা , তোমরা বাবাকে আর তাঁর বর্ষাকে স্মরণ করো । এই কথা তোমরা ভুলো না আর বাবার শ্রীমতের সূত্রকেও ভুলো না । এটাই মুখ্য কথা । শিববাবা হলেন পতিত পাবন । তিনি তোমাদের পবিত্র হওয়ার সব যুক্তি বলে দেনা বাবা বলেন যে তোমরা একসময় সতোপ্রধান ছিলে । আর এখন তোমরা তমোপ্রধান পতিত হয়ে গেছো । তোমরাই পুরো ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছো । এখন আবার তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । সতোপ্রধান হলেই তোমরা পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার অধিকারী হবে । নিরাকারী দুনিয়া অর্থাত্ শান্তিধাম ও পবিত্র , আবার সাকারী দুনিয়া অর্থাত্ সত্যযুগও পবিত্র । এই কলিযুগ হলো অপবিত্র পতিত দুনিয়া। যেহেতু এখন তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান তাই শরীরও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এ হোলো সৃষ্টিচক্রের নাটক , এর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড এবং সূক্ষ্মবতনও থাকে । সৃষ্টিচক্র এই পৃথিবীতেই আবর্তিত হয় । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ এখানেই হয় । সূক্ষ্মবতন বা মূলবতনে কিন্তু হয় না । এই চার যুগ এই পৃথিবীতেই হতে থাকে । একে মনুষ্য সৃষ্টিও বলা হয় । মূলবতন হলো আত্মাদের নিরাকারী দুনিয়া । আর সূক্ষ্মবতন হলো ব্রহ্মা , বিষ্ণু এবং শঙ্করের আকারী দুনিয়া । এই সাকারী সৃষ্টি দেখো কতো বড় । কিন্তু সত্যযুগে সৃষ্টিতে কতো অল্পসংখ্যক মানুষ থাকবে । সেখানে এক ধর্ম থাকবে । বাকি মানুষ যা বলে সত্যযুগে দৈত্য আদি ছিলো , দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ হতো , এ সকলই ভুল কথা । তোমরা জানো যে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো বলাই আছে । সবার বিনাশ হবে আর সত্যযুগে স্বর্গ রাজ্যের স্থাপনা হবে । তোমরাও বাবাকে এইকাজে সাহায্য করো । বাবাও বাচ্চাদের সাহায্য করতেই আসেন । ইনি হলেন বেহদের বাবা , শিববাবা । তিনি দেখেন যে তাঁর বাচ্চারা খুবই দুঃখী হয়ে পড়েছে তাই তাঁর খুব দয়া হয় । শিববাবা হলেন তোমাদের দয়ালু বাবা । এখন তো সারা দুনিয়ায় খুবই অশান্তি চলছে । তাই এক বাবা ছাড়া আর কেউই শান্তি দিতে পারবে না । হটযোগী তো অনেক আছে । আত্মার সম্বন্ধে সবাই বলে যে , আত্মা সবসময় নির্লিপ্ত থাকে । সাধারণ মানুষকে অনেক উল্টো কথা বোঝানো হয় । বাস্তবে আত্মারই শুদ্ধতা দরকার । আত্মাতেই খাদ লাগে এটা কেউই জানে না । এমনিই মানুষ বলে এ হলো পাপ আত্মা । এ অনেক পাপ করেছে । আর ইনি হলেন মহাত্মা বা পূণ্যাত্মা । কিন্তু মহান পরমাত্মা এই কথা তো বলা হয় না । সন্ন্যাসীদের জন্য আবার বলা হয় এনারা হলেন পবিত্র আত্মা কারণ এনারা সন্ন্যাস ধর্ম নিয়েছেন । এখন বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন যে .....একমাত্র পরমাত্মা শিববাবা ছাড়া আর কেউই আত্মাকে পবিত্র বানাতে পারে না । এই পতিত দুনিয়াতে পুরোপুরি পবিত্র কোনো আত্মাই থাকতে পারে না ।

এখন তোমাদের মধ্যে জ্ঞানের বা পবিত্রতার চারাগাছ লাগানো হয়েছে । আস্তে আস্তে এই চারাগাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে । এখন তো অনেক ছোটো ছোটো মঠ , বা ধর্মের অনেক পথ রয়েছে । এখানে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন পরে না । এরা অনেক প্রকার মন্ত্র বা বিভিন্ন দেবদেবীর মন্ত্র দিয়ে থাকে । এগুলোও একধরনের বশীকরণ মন্ত্র , এর দ্বারাও পাঁচ বিকারের উপর জয় প্রাপ্ত করা যায় । অনেকে রাম রাম মন্ত্র জপ করে । এর দ্বারা খুব বেশী উপকার হয় না । তাই বাবা বলেন যে একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের পাপের বিনাশ হবে । তোমরা পবিত্র আত্মায় পরিণত হবে । বাবার স্মরণকেই যোগ বলা হয় । ভারতের প্রাচীন যোগের খুবই মহিমা আছে । এই যোগের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের উপর বিজয় লাভ করতে পারো । ভারতের রাজযোগ খুবই বিখ্যাত । এই যোগ এক শিববাবা ছাড়া আর কেউই শেখাতে পারেন না । তোমারই হলে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী । এই সঙ্গম যুগেই তো বী .কে হবে তাই না ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা তো ব্রহ্মার সঙ্গেই থাকবে । কারণ ব্রাহ্মণ কুল তো অবশ্যই চাই । একেই বলা হয় সর্বোত্তম বা সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ কুল । এখন তোমরা ব্রাহ্মণ , কিন্তু পরে আবার তোমাদের পরিবর্তন হবে । বাজোলী (ডিগবাজী) খেলা আছে না । তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো , এর পরে আবার দেবতা , ক্ষত্রিয় .....এইভাবে ঘুরতে থাকবে । তাই বাবা বলেন যে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা , খুব অল্পই কথা যে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বাবা তোমাদের ৮৪ জন্মের রহস্য বলছেন । ৮৪ লাখ বা ৮৪ জন্মের হিসাব তো তোমাদের জানা চাই । কেউই এটা সঠিক জানে না । ৮৪ লাখ জন্মের হিসাব তো কেউ বলতেই পারবে না । মানুষ মাত্র ৮৪ জন্মের চক্র লাগায় । আত্মারা পরমধাম থেকে এই দুনিয়াতে আসে অভিনয় করার জন্য । সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্ত সময় পর্যন্ত আত্মারা উপর থেকে আসতেই থাকে । প্রত্যেক আত্মাই তাদের নিজের নিজের অভিনয় করতে থাকে । এইসব কথা কোনো মানুষই সঠিক জানে না । কেবলমাত্র বাবাই এই কথা জানেন । কোনো মানুষকে কখনো পরমপিতা বা গড ফাদার বলা হয় না । গড ফাদার বললে বুদ্ধি কিন্তু নিরাকার শিববাবার দিকেই যায় । কারণ শিববাবা আমাদের সকল জীব আত্মাদেরই বাবা । আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করে । আমাদের নিরাকার বাবার নাম হলো শিব । তোমাদেরও একটাই নাম , আত্মা । কিন্তু তোমরা যখন শরীর ধারণ করো তখন তোমাদের অনেক নাম হয় । পরমপিতা পরমাত্মাও কিন্তু শরীরের মাধ্যমেই এই জ্ঞান শোনান । শরীর ছাড়া তিনি কি করে শোনাবেন । বাবা বলেন যে, এই ব্রহ্মাবাবার তো শরীরের নাম আছে , কিন্তু শিববাবার কোনো শরীর হয় না , তাই তাঁর কোনো আলাদা নামও হয় না । তিনি পুনর্জন্মও গ্রহণ করেন না । শিববাবা ব্রহ্মাবাবার মধ্যে প্রবেশ করেন , সেটা ব্রহ্মা বাবাও প্রথমে জানতেন না । এই প্রবেশ করার কোনো তিথি বা তারিখ তো ছিলো না । হ্যাঁ , অবশ্যই তিনি কল্পের অন্তে অর্থাত্ কলিযুগীয় রাতের সময়ই এখানে আসেন । এই সময় কে তো রাতই বলা হবে কারণ এ তো পতিত মানুষদের দুনিয়া । বাবা আসেনই পবিত্র দুনিয়া আর্থাত দিন বানানোর জন্য । ব্রহ্মা বাবাও জানতেন না যে শিববাবা তাঁর মধ্যে কবে প্রবেশ করেছিলেন । হ্যাঁ , ব্রহ্মা বাবা বিনাশের সাক্ষাতকার করেছিলেন । তিনি অনেক ধ্যান করতেন কিন্তু শিববাবার প্রবেশের কোনো তিথি , তারিখ সময় বলতে পারেন নি । মানুষ তো কৃষ্ণেরও কতো পুজো করে , আবার কৃষ্ণের জন্ম রাত্রে দেখানোর হয় । কখন জন্ম হয়েছে সেই সময় , মিনিটও দেখানো হয় । বাবা বলেন যে আমি হলাম নিরাকার । যেমনভাবে সব মানুষরা জন্মগ্রহণ করে , আমি তেমনভাবে জন্মগ্রহণ করি না । আমার জন্ম হলো দিব্য এবং অলৌকিক । আমি এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করি আবার আমার এই বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ করে আবার চলে যাই । আমি কখনোই ষাঁড়ের উপর ঘুরে বেড়াই না । বাচ্চারা আমাকে যেই সময় ডাকে আমি সেই সময়ই হাজির হই । আমি এসে বাচ্চাদের সঙ্গে

মিলিত হই তাদের সুপ্রভাতও জানাই । যেমনভাবে মানুষ একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে রাম রাম বা নমস্কার করে শুভেচ্ছা বিনিময় করে । এই কথা এখন তোমাদের আত্মার বাবা বা বেহদের বাবা এসে বোঝাচ্ছেন । তিনি বলছেন , আমি তোমাদের সব বাচ্চাদেরই বাবা । তাই শিববাবার সন্তান তোমরা সব বাচ্চারা হলে ভাই ভাই । এই খুশীর আনন্দ তোমাদের সবসময় থাকা উচিত । বেহদের বাবা এসে এখন তোমাদের বেহদের বর্ষা দিচ্ছেন , অর্থাত্ এই বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন । এতো বাচ্চাদের দেখে বাবাও অত্যন্ত খুশী হচ্ছেন । । বাচ্চারাও জানে যে বাবা তাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন । রাজত্বের অধিকারী করছেন । তখন প্রজারাও বলবে .....এ আমাদেরই রাজ্য । যেমনভাবে ভারতবাসী বলে ভারতবর্ষ আমাদের দেশ । রাজা এবং প্রজা উভয়েই বলবে এ আমাদের রাজ্য । তোমরা বাচ্চারা এখন নরকবাসী , ভবিষ্যতে তোমরাই স্বর্গবাসী হবে । বাবা কেবল বলেন তোমরা বাবাকে আর তাঁর বর্ষাকে স্মরণ করো , তোমাদের আর কোনো কষ্ট করতেই হবে না । গৃহস্হ জীবনেই তোমরা থাকো , এখানে এসে থাকার তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই । সবাই যদি এই সেন্টারে চলে আসে তখন বাবা সবাইকে কেমনকরে রাখার ব্যবস্থা করবেন । এতো বাচ্চাদের কি করে একসাথে রাখা যাবে । সব সেন্টারের বাচ্চারা একবারে একসঙ্গে কি করে থাকবে । এতো খুবই মুশকিল । দিনে দিনে অনেক বাচ্চা বাড়তে থাকবে । এর জন্যও উপায় বার করতে হবে । আসেপাশের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে । বাড়ির মালিকদের জিজ্ঞেস করতে হবে তারা ভাড়া হিসাবে কত টাকা চান । কারণ প্রয়োজন হলে তো এই বাড়ি নিতেই হবে । পয়সার চিন্তা করলে তো হবে না । সময়ের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে খারাপের দিকেই যাচ্ছে । বাবা এবং বাচ্চারা উভয়েই অবিনাশী । বাবা তাই বাচ্চাদের অবিনাশী সম্পত্তি দান করেন । এখানে অনেক বাচ্চা ভবিষ্যতে আসবে । তাই বাবা বিচার করে দেখেন যে এতো বাচ্চাদের কোথায় রাখা হবে । বাবা বলেন যে তোমরা চিন্তা কোরো না । তোমরা অপেক্ষা করো এবং দেখতে থাকো । তোমরা তোমাদের পড়া করতে থাকো আর অবশ্যই বাবার স্মরণে থাকো অর্থাত্ " মনমনাভব "। তোমাদের বাচ্চাদের এই কথা যেন স্মরণে থাকে যে , এখন তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা তৈরী করতে হবে সতোপ্রধানও হতে হবে । বাবার স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে । বাবা তো খুব সহজ করেই তোমাদের বোঝান । এ খুবই সহজ, কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেন দেখো , যখন গরুর বাচ্চার অর্থাত্ বাছুরের তার মায়ের কথা মনে পরে ,তখন সে চিত্কার করে তার মাকে ডাকতে থাকে । এ তো হলো পশু । তোমরা বাচ্চারাও অনেককাল ধরে এই দুঃখের মধ্যে রয়েছো । আগে তোমরাও চিত্কার করে বাবাকে ডাকতে থাকবে , বাবাকে অনেক স্মরণ করতে থাকবে । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো বাবা এসেছেন তাই বিনাশ তো এখন হতেই হবে । প্রকৃতিক বিপর্যয়ও অনেক আসবে । সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে থাকবে । কতো খরচা করে মানুষ বোম্ব তৈরী করে , অনেক পয়সা এর পিছনে খরচা হয় । এতো টাকা কোথা থেকে আসছে । মানুষ মৃত্যুকেও ভয় পায় । কিন্তু তবুও তো বোম্ব বানানো তারা বন্ধ করে না । এই বোম্বএর যুদ্ধ চলতে থাকবে । এমন ভাবেই মানুষ বোম্ব তৈরী করে , যেখানে এই বোম্ব পড়বে , সেখানেই প্রচুর মানুষ মারা যাবে । এই বোম্ব তৈরী করতে আগে অনেক সময় লাগতো কিন্তু এখন খুব সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে এই বোম্ব মানুষ তৈরী করতে পারে । খুব তাড়াতাড়ি এই বোম্ব এখন তৈরী হয় । এই বোম্ব কি খুব অল্প তৈরী হবে ? না । তোমরা বাচ্চারা জানো এই পুরোনো সৃষ্টির বিনাশ হবে । তাই এখন তোমাদের বেহদের শিববাবার থেকে বর্ষা নিতে হবে । গীতা হলো তোমাদের ভারতবাসীদের , দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র । বাকি তো অনেক ছোটো ছোটো শাস্ত্র আছে , যার গায়ন খুব একটা নেই । তোমাদের এই ব্রাহ্মণ ধর্ম হলো সর্ব্বোচ্চ । ব্রাহ্মণদের কাজই হলো মানুষদের ধর্মের কথা শোনানো । তোমরা বলতে পারবে যে আমরা

ব্রহ্মাকুমার , কুমারীরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান , তাই দাদার (শিববাবা) থেকে আমরা এই সম্পত্তির অধিকার পাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১. নাটকের সব গুপ্ত রহস্যকে জেনে কোনো বিষয়েই কোনো চিন্তা করবে না । এই ঈশ্বরীয় পড়ার অভ্যাস তৈরী করবে । "মনমানাভব " হয়ে কর্মাতীত অবস্থা তৈরী করার প্রয়াস করতে হবে । নিজেকে তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় উন্নীত করতে হবে ।

২. আমরা আত্মারা সকলেই শিববাবার সন্তান , তাই আমরা সকলেই ভাই – ভাই । শিববাবার থেকে আমরা সত্যযুগীয় বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ করছি । এই খুশীতেই তোমাদের থাকতে হবে ।

বরদান :- পরতন্ত্রতার বন্ধনকে সমাপ্ত করে সত্যিকারের স্বতন্ত্রতাকে অনুভব করে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও (ভব) ।

এই বিশ্বকে সর্বশক্তির দান দেবার জন্য স্বতন্ত্র আত্মা হও । সর্বপ্রথম স্বতন্ত্রতা হলো শরীরের সর্ব সম্বন্ধের প্রতি কারণ পরতন্ত্রতা তোমাদের না চাওয়া সত্ত্বেও অনেক বন্ধনে বেঁধে রাখে । পরতন্ত্রতা সর্বদা আধোগতির পথেই নিয়ে যায় । যার ফলে দুশ্চিন্তা এবং নীরস স্থিতির অনুভব হতে থাকে । এই পরিস্থিতি তৈরী হলে কোনোরকম অবলম্বন তোমরা খুঁজে পাবে না । না দুঃখের অনুভব , না সুখের অনুভব এইরকম স্থিতি তৈরী হয় । তাই মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হও , নিজের সত্যিকারের স্বতন্ত্রতা দিবস পালন করো ।

স্লোগান :- পরমাত্ম মিলনের দ্বারা সর্ব প্রাপ্তির আনন্দ অনুভব করার জন্য সন্তুষ্ট আত্মা হও ।